SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিকতাবাদ: পরম সত্তাকে উপলব্ধির অভিযান

রুপম কামিল্যা

সারসংক্ষেপ

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, অবিদ্যাবশত ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বরূপকে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধকে আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা জনিত অতৃপ্তি তাকে উদ্বুদ্ধ করে চরম সত্যের প্রকৃতি উপলব্ধিতে। এই সত্যকে জানা, জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ককে জানার অর্থই হল নিজেকে এবং জগতের সকল বিষয়কে সেই পরম সত্যের সীমিত প্রকাশ বলে জানা। এ জ্ঞান অর্জনের জন্য মানবজীবনের প্রয়োজন, কারণ মানব দেহই কর্মের সাধনে সাহায্য করে, জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে, আর মন সত্যকে যৌক্তিক কাঠোমোয় পরিবেশন করে। তাই মানবজীবন কোনও অকস্মাৎ উৎপাদিত যান্ত্রিক ঘটনার পরম্পরালব্ধ বিষয় নয়, তা ব্রহ্মেরই কর্ম সাধনের মাধ্যম, আর সে কারণেই জীবন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি কীভাবে তার প্রকৃত স্বরূপকে অবগত হয়ে ঐ পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে সেই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের অভিমতটি বিচারপূর্বক আলোচনাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দের মতে, পরম সত্যের উপলব্ধির জন্য চৈতন্যের বিস্তারের প্রয়োজন, যা যোগ এবং বোধির মাধ্যমে সম্ভব। চেতনার বিস্তারের দ্বারা জড়, প্রাণ ও মনের স্তরকে অতিক্রম করে অতিমানস লোকের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির একটি অনন্ত উচ্চতর সত্তার দিকে উত্তরণ ঘটে। এভাবে রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সত্য বা পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

সূচক শব্দ: পূর্ণযোগ, ব্রহ্ম, আত্মা, জগৎ, চৈত্যপুরুষ, বোধিমানস, অতিমানস